<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>

<u>ফৌজদারি বিচারক্ষেত্র</u>

<u>আপিল বিভাগ</u>

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০২২-এর সিআরআর ২৮৮৬
সঙ্গে
২০২২-এর সিআরএএন ১
অরুণাভ অধিকারী
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা
সঙ্গে
২০২২-এর সি. আর. আর ৩৬২৯-এর
সঙ্গে
২০২২-এর সি. আর. এ. এন ৩-এর
সঙ্গে
২০২৩-এর সি. আর. এ. এন ৫-এর
ভূমিকা জিতেন্দ্র নাভলানি এবং অন্যান্যরা
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা
সঙ্গে
২০২৩ সালের সিআরআর ৪৬৪
জিতেন্দ্র চন্দ্রলাল নাভলানি
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

শ্রী ওয়াই. জে. দস্তুর, বরিষ্ঠ আইনজীবী

ডঃ সুজয় কান্তাওয়ালা

শ্রী এস. যাদব

শ্রী আলোক নাথ চন্দ্র

শ্রীমতী এস. গ্রেওয়াল

.... ২০২২-এর সিআরআর ৩৬২৯-এ আবেদনকারীর জন্য

এবং ২০২২-এর সিআরআর ২৮৮৬-এ বিরোধী পক্ষের জন্য

শ্রী আর. বি. মোকাশি

শ্রী ফিরোজ এডুলজি

শ্রী সম্রাট গোস্বামী

.. ২০২২ সালের সিআরআর ২৮৮৬-এ আবেদনকারীর পক্ষে

শ্রী ফিরোজ এডুলজি

শ্রী সম্রাট গোস্বামী

.. ২০২২ সালের সি. আর. আর ২৮৮৬,

২০২২ সালের সি. আর. আর ৩৬২৯

এবং ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪-এ ও. পি-র জন্য।

শ্রী সন্দীপন গাঙ্গুলি, বরিষ্ঠ আইনজীবী এল. ডি. পি. পি.

শ্রী রুদ্রগুপ্ত নন্দী, এল. ডি. এ. পি. পি.

শ্রী আনন্দ কেশরী

.. রাজ্যের জন্য

২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শুনানি শেষ হয়েছে

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রায়।

<u>বিচারপতি বিবেক চৌধুরী :-</u>

১. এই তিনটি ফৌজদারি সংশোধনীর একসঙ্গে শুনানি হয়েছিল কারণ এই কার্যধারা একই তথ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এই আদালত শুনানি শেষে সাধারণ রায় প্রদান করে।

২. রেকর্ডে আছে যে ভূমিকা জিতেন্দ্র নাভলানি এবং জিতেন্দ্র চন্দ্রলাল নাভলানি হলেন বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক। ৮ই মে, ২০২২ তারিখের নরেন্দ্রপুর পি.এস. মামলা নং ৫৭৩, ২০২২-এর সাথে সম্পর্কিত, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭/৪১৯/৪২০/১২০বি/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬সি এবং ৬৬ডি ধারার অধীনে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন জি.আর. মামলা নং ৩৪৬৭/২০২২-এর সাথে সম্পর্কিত, তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে উপরে উল্লিখিত ফৌজদারি মামলাটি দায়ের করা হয়েছে

নরেন্দ্রপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ২০২২ সালের সিআরআর ২৮৮৬-এর আবেদনকারী অরুণাভ অধিকারী কর্তৃক জমা দেওয়া।

৩. ২০২২ সালের সিআরআর ৩৬২৯-এ আবেদনকারীদের মামলাটি হল যে, ১লা অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে আবেদনকারী নং ১ এবং ২, আবেদনকারী নং ৩, আবেদনকারী নং ৩-এর ১৬ বনফিল্ড লেন, ৫ম তলা, কোল-৭০০০০১-এ নিবন্ধিত অফিস থাকা 'বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড' -এর ১০০% শেয়ার কিনেছিলেন। আবেদনকারী নং ১ এবং ২ এইভাবে উক্ত কোম্পানির পরিচালক হন। ২০১৬ সালের কোন এক সময় যখন আবেদনকারী নং ৩ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ঠিকানা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিচারাধীন ছিল এবং আবেদনকারী নং ৩ কোম্পানির অফিস ঠিকানা কলকাতা থেকে মুম্বাইতে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া চলছিল, তখন আবেদনকারী নং ১ এবং ২ তাদের শৈশবের বন্ধু, অর্থাৎ গৌরব সেহগলের, যার কলকাতায় ব্যবসা ছিল, কলকাতায় একটি অস্থায়ী অফিসের ব্যবস্থা করার জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন। ১লা আগস্ট, ২০১৬ তারিখে উল্লিখিত গৌরব সেহগল বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ২৭শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের একটি বিদ্যুৎ বিল, সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং ১এ, ব্লক-৫, ৪৮৪, উত্তর পূর্ব, ফর্তাবাদ, সাহাপাড়া, তীর্থ ক্লাব, কলকাতা-৮৪-এর জন্য একটি এনওসি পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ১২ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখে আবেদনকারী নং ১ এবং ২, ১৬ বোনফিল্ড লেন থেকে ফ্ল্যাট নং ১এ, সানি ভ্যালি, ব্লক ৪৮৪, উত্তর পূর্ব, ফর্তাবাদ, সাহাপাড়া, কলকাতা-৮৪-তে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য নিবন্ধিত অফিসে (আরওসি) আবেদন করেন। পরবর্তীকালে, ২০১৭ সাল থেকে আবেদনকারীরা বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা ৪৫ মিত্তাল চেম্বারস, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১-এ পরিবর্তন করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, এই মামলায় জড়িত করার জন্য বেশ কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

বিভিন্ন ফৌজদারি মামলায় আবেদনকারী নং ১ এবং ২-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলেও প্রসিকিউশন সংস্থাগুলি তাদের তদন্তে সফল হয়নি এবং কিছু মামলার ক্ষেত্রে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি আবেদনকারীদের মিথ্যাভাবে ফাঁসিয়েছে।

৪. ২০২২ সালের ১১ই মে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাণীগঞ্জ থানার আওতাধীন বল্লভপুরের আওতাধীন নাকা তল্লাশির দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ সদস্যরা একটি গাড়িতে করে আসা চার ব্যক্তির কাছ থেকে ৩,০০,০২,০০০/- টাকা (মাত্র তিন কোটি দুই হাজার টাকা) জব্দ করে। রাণীগঞ্জ থানার একজন পুলিশ কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১ ধারা, ৩৭৯ এবং ৪১১ ধারা সহ, সিআরপিসি ধারা অনুসারে মামলা দায়ের করেন। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের আসানসোলের মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয় এবং তাদের জামিন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে, রাজীব দে নামে একজন আসানসোলের বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জব্দকৃত অর্থ দাবি করেন যে, উক্ত অর্থ রাজীব দে-র মালিকানাধীন একটি মুরগির খামারের জন্য মুরগির খাবার কেনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। দাবি যাচাই-বাছাইয়ের পর এবং পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে, বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব দে-এর অনুকূলে জব্দকৃত টাকা ছেড়ে দেন।

৫. যাইহোক, ২০২২ সালের ১৭ই মে, রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক সুদীপ দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন করেন যাতে তিনি তদন্তের জন্য এবং তল্লাশি পরোয়ানা জারি করার জন্য অনুরোধ করেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, রানীগঞ্জ পুলিশের স্টেশন তদন্তের সময় জি. ডি এন্ট্রি নং ৬৮১ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ধারা ৪১ এর অধীনে

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৭৯/৪১১- ভারতীয় দণ্ডবিধির - এর সঙ্গে পড়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের নজরে আসে যে, কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি হল আবেদনকারী নম্বর ৩-এর সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট অনুমান করেছিল যে আবেদনকারী নং ১ এবং ২ এর পরিচালক সংস্থাটি ইমেল আইডি, ফোন নম্বর ইত্যাদি হ্যাক করে তার কম্পিউটার সিস্টেম থেকে প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে প্রকৃত অভিযোগকারীর পরিচয় এবং পরিচয়পত্র চুরি করে এবং ব্যবহার করে অন্যান্য অজানা ব্যক্তিদের সাথে একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে প্রবেশ করেছে এবং তাদের ভুল লাভের জন্য প্রতারণার উদ্দেশ্যে একটি জাল সংস্থাও গঠন করেছে।

৬. ২৮শে মে, ২০২২ তারিখে, অরুণাভ অধিকারী, যিনি ফ্ল্যাট নং ৩এ, সানি ভ্যালি, ব্লক ৫, ৪৮৪, উত্তরপূর্ব ফর্তাবাদ, সাহাপাড়া-র বাসিন্দা ছিলেন, তিনি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, ২১শে মে, ২০২২ তারিখে তিনি "ইন্ডিয়াবুলস" থেকে দুটি চিঠি পান যা "বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, অরুণাভ অধিকারী, সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং ১এ"-এর নামে পাঠানো হয়েছিল, যেখানে "বোনাঞ্জা কর্তৃক গৃহীত কিছু ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদের হারের পরিবর্তন" সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। কার্যত অভিযোগকারী মিঃ অরুণাভ অধিকারী বলেছেন যে তিনি কখনও এই ধরণের কোনও কোম্পানির সাথে যুক্ত ছিলেন না। তিনি উপলব্ধ ওয়েবসাইট থেকে বিষয়টি অনুসন্ধান করেন এবং জানেন যে উক্ত কোম্পানিটি জুলাই, ২০০৯-এর কোনও এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-এ নিবন্ধিত এবং এর ঠিকানাটি সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট-নং ১এ-তে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর নামে। উক্ত ঠিকানাটি বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটেও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, তিনি আশা করেছিলেন যে আবেদনকারী নং ১ এবং ২ কোম্পানির পরিচালক

অন্যান্য অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সাথে একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অভিযোগকারীর কম্পিউটার সিস্টেম থেকে প্রতারণামূলকভাবে তার পরিচয় এবং পরিচয়পত্র চুরি করে এবং ব্যবহার করে। ইমেল আইডি, ফোন নম্বর ইত্যাদি হ্যাক করে। প্রতারণার উদ্দেশ্যে একটি জাল কোম্পানিও গঠন করেছে।

৭. উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ ২৮শে মে, ২০২২ তারিখের নরেন্দ্রপুর পি.এস. মামলা নং ৫৭৩, ২০২২, আইপিসির ধারা৪১৭/৪১৯/৪২০/১২০বি/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এবং আই.টি. আইনের ধারা ৬৬সি এবং ৬৬ডি এর অধীনে নথিভুক্ত করে। পরবর্তীকালে, মামলার তদন্ত সিআইডি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং রাজর্ষি ব্যানার্জি মামলার তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৮. ২০২২ সালের সিআরআর ২৮৮৬-তে, মিঃ অধিকারী অভিযোগ করেছেন যে তাঁর বহু বছর ধরে জনৈক শ্রী গৌরব সেহগলের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। উক্ত গৌরব সেহগল আবেদনকারীকে কলকাতায় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ শৈশব বন্ধুর কোম্পানির ঠিকানা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আবেদনকারী সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং ১এ, ব্লক ৪৮৪ উত্তর পূর্ব ফর্তাবাদ, কলকাতায় তাঁর আবাসিক ঠিকানা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। আবেদনকারীর আবাসিক ঠিকানাটি কলকাতায় বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের নিবন্ধিত ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। আবেদনকারী জানতে পারেন যে ১১ই মে, ২০২২ তারিখে চারজনের সম্পত্তি থেকে কিছু নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ১৭ই মে, ২০২২ তারিখে, রাণীগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ সুদীপ দাশগুপ্ত, বনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টসের অফিসিয়াল ব্যবসায়িক ঠিকানায় তল্লাশি চালানোর জন্য আসানসোলের বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারি করা একটি তল্লাশি পরোয়ানা পান

কলকাতার সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ১এ-তে অবস্থিত প্রাইভেট লিমিটেড। উক্ত সার্চ ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে পুলিশ ২৭শে মে, ২০২২ তারিখে সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ৩এ-তে তল্লাশি চালায় এবং আবেদনকারীর ল্যাপটপ, এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক এবং মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। তল্লাশি ও জব্দের সময়, পুলিশ আবেদনকারীকে জানায় যে তারা বোনানজা কর্তৃক সংঘটিত অর্থ পাচারের একটি সন্দেহজনক মামলার সাথে সম্পর্কিত অনুসন্ধান করছে। যেহেতু আবেদনকারী কোনও ব্যবসায়িক লেনদেনে বোনানজার সাথে যুক্ত ছিলেন না, তাই তিনি বোনানজা এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেন, যার ভিত্তিতে আইপিসির ৪১৭/৪১৯/৪২০/১২০বি/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারার অধীনে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ধারা ৬৬(গ) এবং ৬৬(ঘ) ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ অফিসারদের পরামর্শ ও নির্দেশের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করার পর, তার বন্ধু গৌরব সেহগল তার সাথে যোগাযোগ করেন এবং কলকাতায় বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে তার ফ্ল্যাটের ঠিকানা জারি করার জন্য তার সম্মতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর ২রা জুন, ২০২২ এবং ৮ই জুন, ২০২২ তারিখে সিআইডির অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রতারণা ও জালিয়াতি দমন শাখার সামনে তার বক্তব্য রেকর্ড এবং ভিডিও করা হয়। তার বিবৃতিতে তিনি ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করেন যে তিনি কলকাতায় উক্ত কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে তার ফ্ল্যাটের ঠিকানা ব্যবহার করার জন্য বোনানজাকে সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি ২রা জুন, ২০২২ তারিখে সিআইডির অ্যান্টি সিএফ বিভাগের অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভবানীভবনের কাছে একটি আবেদনও করেন যেখানে তিনি তার আবাসিক ফ্ল্যাটের ঠিকানাকে বোনাঞ্জার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বোনানজাকে দেওয়া সম্মতি ঘোষণা করেন। ২রা আগস্ট, ২০২২ তারিখে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে

উপরোক্ত তথ্য উল্লেখ করে একটি হলফনামা এবং আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে ২০২২ সালের নরেন্দ্রপুর পি. এস. মামলা নং ৯৭৩ সম্পর্কিত এফআইআরে দেওয়া বিবৃতিটি সঠিক নয় এবং এটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও চাপের অধীনে করা হয়েছিল। অতএব আবেদনকারী এফআইআর বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন, আরও তদন্ত এবং কার্যধারা ২০২২ সালের ৫৭৩ নং নরেন্দ্রপুর পি. এস মামলা।

৯. ২০২২ সালের সি. আর. আর ৩০২৯-এর ২ নং আবেদনকারী ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪ নামে আরেকটি পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন যাতে বিচারিক আদালত তাকে দুবাইতে একটি ব্যবসায়িক সম্মেলনে ১০.০২.২০২৩ থেকে ১৪.০২.২০২৩ পর্যন্ত উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য যথাযথ নির্দেশনা দেয়।

১০. শুরুতে আমি নথিভুক্ত করতে চাই যে আবেদনকারী যে সময়ের জন্য দুবাই ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং এই পর্যায়ে ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪-এ কোনও আদেশ পাস করার প্রয়োজন নেই বলে ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪ অবাস্তব হয়ে উঠেছে।

১১. ২০২২ সালের CRR ৩৬২৯ এর আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে, আবেদনকারী নং ১ এবং ২ কর্তৃক বোনানজার ১০০% শেয়ার কেনার পর, উক্ত কোম্পানির প্রশাসন আবেদনকারী নং ১ এবং ২ এর অনুকূলে স্থানান্তরিত হয় এবং তারা উক্ত কোম্পানির পরিচালক হন। কোম্পানির ১০০% শেয়ার কেনার পর, উক্ত কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা পরিবর্তন করতে হয়, তাই আবেদনকারী নং ১ এবং ২ তার বন্ধু গৌরব সেহগলকে কলকাতায় একটি ঠিকানা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি সানি ভ্যালির ১এ ফ্ল্যাটের ঠিকানা প্রদান করেন। উক্ত ঠিকানাটি কলকাতায় কোম্পানির ঠিকানা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে, কোম্পানির ব্যবসা পরিচালিত হত

শুরুতেই মুম্বই থেকে। ২০১৬ সাল থেকে আবেদনকারীরা কলকাতা থেকে মুম্বইতে ঠিকানা পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন।

১২. এই পর্যায়ে এটা উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে ২০২২ সালের ২৮শে মে, ২০২২-এর নরেন্দ্রপুর থানা মামলার প্রকৃত অভিযোগকারী একটি পুনর্বিবেচনা দায়ের করেছেন যা ২০২২-এর সিআরআর ২৮৮৬ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে এফআইআর বাতিল করার জন্য যার ভিত্তিতে ২০২২-এর ২৮শে মে, ২০২২-এর নরেন্দ্রপুর থানা মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল, এই ভিত্তিতে যে তাকে ২০২২-এর সিআরআর নং ৩৬২৯-এর আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং গৌরব সেহগালের অনুরোধে তিনি বনঞ্জাকে কলকাতায় নিবন্ধিত অফিস হিসাবে সাময়িকভাবে তার ঠিকানা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৩. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ডঃ সঞ্জয় কৌলথাওয়াল প্রথমে রিট পিটিশনের ১৩৭ পৃষ্ঠা উল্লেখ করেন, যা রাজীব দে কর্তৃক দায়ের করা সিআরপিসির ৪৫১ ধারার অধীনে একটি আবেদন। এই আবেদনে জব্দকৃত ৩,০০,০২,০০০ টাকা দাবি করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, উক্ত অর্থ তার নিজস্ব এবং তিনি সূর্যজ্যোতি পোল্ট্রি ফার্মের নামে তার পোল্ট্রি ফার্মের জন্য পোল্ট্রি ফিড কেনার জন্য উক্ত অর্থ পাঠাচ্ছিলেন। অতএব, উক্ত জব্দকৃত অর্থের সাথে বোনানজা বা এর পরিচালকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং, বোনানজা কর্তৃক অর্থ পাচারের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যখন পুলিশ জানতে পারে যে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত অর্থের সাথে আবেদনকারী এবং তাদের কোম্পানির নাম যুক্ত করা সম্ভব নয়, তখন সিআইডি পশ্চিমবঙ্গ আবেদনকারীদের এবং কোম্পানিকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর কাজে জড়িত ছিল

প্রতারণা ও জালিয়াতির মামলা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য অরুণাভ আধিকারিকের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

১৪. ডঃ কৌলথাওয়াল, আমার সামনে আরও দাখিল করছেন যে ১৪ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে ওয়ারলি পি.এস.-এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদনকারী নং ২-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজর্ষি ব্যানার্জি এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে আইপিসির ১২০বি/৩৮৪/৩৮৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। রাজর্ষি ব্যানার্জি, নরেন্দ্রপুর থানা মামলা নং ৫৩৭, ২০২৩ তারিখের ২৮শে মে, ২০২২-এর তদন্তকারী কর্মকর্তা। তার অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের একজন পরিচালক হিসেবে ব্যবসা করেন এবং উক্ত কোম্পানির গ্রাহকদের মধ্যে শাপুরজি পালোনজি, বোম্বে ডাইং, ইউনাইটেড ফসফরাস, ইন্ডিয়াবুলস, রাহেজা ডেভেলপারস ইত্যাদি বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৪শে জুলাই, ২০২২ তারিখে তার স্ত্রী, আবেদনকারী নং ১, তাদের সন্তানদের সাথে দুবাই থেকে ফিরছিলেন। তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পারেন যে সিআইডি কলকাতা তার বিরুদ্ধে একটি লুকআউট সার্কুলার জারি করেছে এবং তাকে ওই রাতে মুম্বাই বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছে। পরের দিন সকালে, সিআইডি কলকাতার রাজর্ষি ব্যানার্জি মুম্বাই আসেন এবং আবেদনকারী নং ১-কে গ্রেপ্তার করে মুম্বাইয়ের সাহার পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসেন। সেই সময় আবেদনকারী নং ২ তার আত্মীয় করিম ধানানীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে সাহায্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি প্রস্তাব দেন যার ভিত্তিতে আবেদনকারী নং ২ রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেও কথা বলেন এবং তিনি আবেদনকারী নং ২ কে বলেন যে তিনি তার স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে কলকাতায় নিয়ে যাবেন। তিনি তাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের হুমকিও দেন এবং ১০ টাকা দাবি করেন

আবেদনকারী নং ২-এর কাছ থেকে কোটি টাকা। তিনি আবেদনকারী নং ২-এর সাথে তার মোবাইল ফোন নম্বরও শেয়ার করেছিলেন। বিশেষভাবে দাবি করা হয়েছিল যে নেপালের কোনও জায়গায় তাকে ১০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। যখন প্রকৃত অভিযোগকারী এই চাঁদাবাজির সাথে একমত হন, তখন পুলিশ অফিসার তার স্ত্রীকে জামিনে মুক্তি দেন। পরবর্তীতে, রাজর্ষি ব্যানার্জি এবং করিম ধানানীর সাথে মুম্বাই এবং কলকাতায় উক্ত অর্থ প্রদানের বিষয়ে বহুবার আলোচনা হয়। ৭ই জুন, ২০২২ তারিখে, রাজর্ষি ব্যানার্জি আবেদনকারী নং ২-কে এবং তার বন্ধু গৌরব সেহগলকে মুম্বাইয়ের ওয়ারলির সি লর্ড রেস্তোরাঁয় তার সাথে দেখা করতে বলেন। গৌরব সেহগল উক্ত রেস্তোরাঁয় তার সাথে দেখা করেন এবং তারা অর্থ বিনিময়ের বিষয়ে আলোচনা করেন। সেই সময়, রাজর্ষি ব্যানার্জি জানান যে তিনি পুলিশ মহাপরিচালক শ্রী মনোজ মালব্য এবং সিআইডি-র অতিরিক্ত মহাপরিচালক রাজশেখর এবং কিছু রাজনৈতিক বড় নেতার নির্দেশে এই অর্থ দাবি করছেন। তিনি আরও আশ্বস্ত করেন যে, যদি উক্ত অর্থ তাকে প্রদান করা হয়, তাহলে আবেদনকারীরা সকল ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্তি পাবেন। সেই তারিখে রাজর্ষি ব্যানার্জিকে ১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ৮ই জুন, ২০২২ তারিখে রাজর্ষি ব্যানার্জি কলকাতার তাজ হোটেলে গৌরব সেহগলের সাথে দেখা করেন। সেই সময় আবার তাকে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। রাজর্ষি ব্যানার্জি বিভিন্ন তারিখ এবং সময়ে আবেদনকারীদের কাছ থেকে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং সহযোগীদের মাধ্যমে টাকা আদায় করেন। ২৬শে জুলাই, ২০২২ তারিখে তিনি নরিমান পয়েন্টে মিঃ করিম ধানানীর কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। ১৪ই আগস্ট, ২০২২ তারিখে তিনি ৮ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। রাজর্ষি ব্যানার্জির নির্দেশে, সুমিত নামে আরেক পুলিশ কর্মকর্তাও আবেদনকারীদের কাছ থেকে টাকা দাবি করেন। রাজর্ষি ব্যানার্জি করিম ধানানীর কাছে উক্ত অর্থ হস্তান্তর করতে বলেন

হাওয়ালাকে বলেছিল এবং হাওয়ালা লেনদেনের জন্য তাদের উভয়কে একটি মোবাইল নম্বর দিয়েছিল। আবেদনকারী নং ২ তার অভিযোগে আরও বলেছে যে বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নিবন্ধিত অফিস কলকাতায় অবস্থিত এবং সে এবং তার স্ত্রী ১লা অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে উক্ত কোম্পানির ১০০% শেয়ার কিনেছে। যেহেতু আবেদনকারীদের কলকাতা থেকে মুম্বাইতে তার অফিস পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করার সময় কলকাতায় কোনও ঠিকানা ছিল না, তাই তিনি সাময়িকভাবে গৌরব সেহগালের অনুরোধে অরুণাভ আধিকারিকের ঠিকানা ব্যবহার করেছিলেন।

১৫. ওই অভিযোগের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র সরকার উওরলি পুলিশ স্টেশন -এ সিআর নং ১১৮১/২০২২-এর তদন্ত স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্রের কাছে সিবিআই-এর কাছে অভিযোগের সত্যতা জিতেন্দ্র চন্দ্রলাল নভলানি কর্তৃক জমা দেওয়া পরিধিটি প্রকাশ করে উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রভাব রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং ভারতের বাইরেও সেটা নেপাল। ছিল বলেও অভিযোগ করা হয়েছে অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবৈধভাবে টাকার দাবি। উচ্চ এর আরও ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ অফিসার ও রাজনীতিবিদদেরও র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে বর্তমান অপরাধে অভিযুক্ত। তাই ফৌজদারি তদন্ত সিবিআই পরিচালনার নির্দেশ।

১৬. এই বাস্তবিক বিবেচনার ভিত্তিতে, ডঃ কৌলথাওয়াল এই আদালতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি মামলাটি - নরেন্দ্রপুর থানা মামলা নং ৫৭৩, ২০২২ তারিখের ২৮শে মে, ২০২২ - আরও পুলিশ তদন্ত এবং ফৌজদারি বিচারের যোগ্য কিনা তা বিবেচনা করতে। উক্ত মামলার ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী - কে বাধ্য করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে

পরবর্তীকালে, তিনি অভিযোগ ফাইলগুলি থেকে সরে আসেন, একটি ফৌজদারি সংশোধন যা অনুরূপভাবে শোনা যাচ্ছে, স্বীকার করে যে গৌরব সেহগালের অনুরোধে তিনি বোনাঞ্জাকে তার আবাসিক ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি সাময়িকভাবে ব্যবসার নিবন্ধিত অফিস হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে বোনাঞ্জার নিবন্ধিত অফিসটি ফ্ল্যাট নং ১ক, সানি ভ্যালি হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফ্লাটে নং ৩ক , সানি ভ্যালিতে অরুণাভ আধিকারিকের বাসভবনে তদন্ত করেছিলেন যেখানে তিনি ভাড়াটে হিসাবে থাকেন। পুলিশ একটি মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, একটি ডেল ল্যাপটপ এবং সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ৩ক থেকে তিনটি বাহ্যিক হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছে। সুতরাং, বোনাঞ্জার নিবন্ধিত কার্যালয় ফ্ল্যাট নং ১ক -এ কোনও তল্লাশি চালানো হয়নি এবং উক্ত ফ্ল্যাট থেকে স্বাভাবিকভাবেই কিছুই পাওয়া যায়নি এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

১৭. ডঃ কৌলথাওয়াল পরবর্তী **২০২৩ সালের লাইভ ল (এসসি) ৬২৪**-এ **মহম্মদ ওয়াজিদ এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা** -এর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনে **ভজন লাল, গোলকোণ্ডা লিঙ্গ স্বামী, আর. পি কাপুর, নিসার হোলিয়া** এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিগুলি বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সুযোগ ছিল সংবিধানের ধারা ৪৮২ বা অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে একটি এফআইআর বাতিল করার জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা স্থাপন করার জন্য। উক্ত রায়ের ৩০ অনুচ্ছেদ যথাক্রমে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"৩০. এই পর্যায়ে, আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ করতে চাই। যখনই কোনও অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসি) ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে আদালতে আসে এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা পাওয়ার জন্য। মূলত এই ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছে যে এই ধরনের কার্যধারা স্পষ্টতই তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা অন্তর্নিহিত দিয়ে প্রবর্তিত

আদালতের কর্তব্য হলো এফআইআরটি সাবধানতার সাথে এবং আরও কিছুটা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা। আমরা এটা বলছি কারণ অভিযোগকারী যখন ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ইত্যাদির গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগটি প্রয়োজনীয় সকল আবেদন-নিবেদন সহ খুব ভালোভাবে তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগকারী নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগে করা বক্তব্যগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে অভিযোগ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করা যায়। অতএব, অভিযোগ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কেবল এফআইআর/অভিযোগে করা বক্তব্যগুলি খতিয়ে দেখা আদালতের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তুচ্ছ বা বিরক্তিকর কার্যধারায়, আদালতের দায়িত্ব হল অভিযোগের বাইরেও মামলার রেকর্ড থেকে উদ্ভূত আরও অনেক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে যথাযথ যত্ন এবং পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলি পড়ার চেষ্টা করা। আদালত যখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা অথবা সংবিধানের ২২৬ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে, তখন কেবল মামলার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই বরং মামলা শুরু/রেজিস্ট্রেশনের দিকে পরিচালিত সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণ বিবেচনা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, হাতে থাকা মামলাটি ধরুন। সময়ের সাথে সাথে একাধিক এফআইআর নিবন্ধিত হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একাধিক এফআইআর নিবন্ধন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যার ফলে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি উঠে আসে।"

পরিশেষে ৩৪ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ উপসংহারে পৌঁছেছেঃ-

"৩৪. রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জোরালোভাবে বলেন যে, আমাদের সামনে আপিলকারীদের গুরুতর অপরাধমূলক পূর্বসূরী বিবেচনা করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যাবে না। রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর লিখিত আবেদনে আপিলকারীদের পূর্বসূরী সম্পর্কে বিশদ সরবরাহ করেছেন। চার্টে খালি নজর দিলে মনে হতে পারে যে আপিলকারীরা ইতিহাস এবং কঠোর অপরাধী। তবে, যখন এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার কথা আসে, তখন অভিযুক্তদের ফৌজদারি পূর্বসূরীরা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে অস্বীকার করার একমাত্র বিবেচনা হতে পারে না। একজন অভিযুক্তের আদালতের সামনে বলার বৈধ অধিকার রয়েছে যে তার পূর্ববর্তী ঘটনা যতই খারাপ হোক না কেন, তবুও যদি এফআইআর প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়

যদি কোনও অপরাধ সংঘটন বা তার মামলা ভজনলাল (উপরে) মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত 'প্যারামিটার' গুলির মধ্যে একটির মধ্যে পড়ে, তাহলে আদালতের উচিত কেবল এই কারণেই 'ফৌজদারি মামলা' বাতিল করতে অস্বীকার করা উচিত নয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইতিহাসের লেখক। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করলে প্রতিকূল এবং কঠোর পরিণতি হতে পারে। রাজস্ব অধিদপ্তর এবং আরেকজন বনাম মোহাম্মদ নিসার হোলিয়া, (২০০৮) ২ SCC ৩৭০, এই আদালত সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত আদেশের মধ্যে 'পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া বিরক্ত না হওয়ার অধিকার' স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে, আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতা এবং নাগরিকদের অন্যায় ও হয়রানি থেকে সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখতে হবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে 'কোনও অপরাধ যাতে শাস্তি না পায় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, তবে একই সাথে তার কোনও প্রজা যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হয়রানি না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের।"

১৮. সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে ডঃ কাউলথাওয়াল বলেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এফআইআর টিকতে পারে না। যে অপরাধের মূল উপাদানের অধীনে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে, তা মামলার তদন্ত বজায় রাখার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। মুম্বাইয়ের বোনানজার অফিসে তল্লাশি চালানোর সময় তদন্তকারী আধিকারিকের তৈরি বাজেয়াপ্ত তালিকা থেকে এটি স্পষ্ট। অন্যান্য নথির পাশাপাশি পুলিশ কোম্পানির তিনটি ফাঁকা চিঠির মাথা এবং অফিসিয়াল সিল বাজেয়াপ্ত করেছে। আবেদনকারীরা আশঙ্কা করছেন যে ফাঁকা চিঠির মাথা এবং সরকারী সিল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

১৯. এই পরিস্থিতিতে, ডঃ কৌলথাওয়াল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর পি.এস. মামলার নং ৫৭৩, ২০২২ তারিখের ২৮শে মে, ২০২২ তারিখের মাধ্যমে দায়ের করা এফআইআর বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

২০. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষ থেকে বিদ্বান বরিষ্ঠ কাউন্সেল এবং স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি ২০২২ সালের সি. আর. আর ৩৬২৯-এর আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সংগৃহীত উপকরণগুলি দেখানো প্রমাণের একটি মেমো জমা দিয়েছেন এবং শুরুতে জমা দিয়েছেন যে পুলিশ অফিসারকে সংঘটিত আমলযোগ্য অপরাধের তথ্য সম্বলিত একটি এফআইআর দেওয়া হয়েছিল এবং এটি লিখিতভাবে হ্রাস করার জন্য ধারা ১৫৪ ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োজন। অন্য কথায়, তাঁর তথ্য প্রতিবেদনটি পুলিশকে দেওয়া এবং ফৌজদারি কার্যবিধির -এর ধারা ১৫৪ ধারা ১৫৪ (১) - এর অধীনে নথিভুক্ত আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত প্রতিবেদন। একটি পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারকে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়, তবে তিনি একটি আমলযোগ্য অপরাধের সাথে সম্পর্কিত তথ্য পান। মামলা দায়ের করা বা না করা তার বিবেচনার উপর নির্ভর করে না। মামলা নিবন্ধনের পরে পুলিশ অফিসার মামলাটি তদন্ত করতে এগিয়ে যাবেন এবং তদন্তের প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করবেঃ

i) ঘটনাস্থলে এগিয়ে যাওয়া।

ii) মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির প্রমাণ।

iii) সন্দেহভাজনকে আবিষ্কার ও গ্রেপ্তার।

iv) অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কিত প্রমাণ সংগ্রহ যা নিয়ে গঠিত হতে পারে

ক) বিভিন্ন ব্যক্তিকে (অভিযুক্ত সহ) পরীক্ষা করা এবং অফিসার উপযুক্ত মনে করলে লিখিত বিবৃতি হ্রাস করা।

খ) বিচারে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত স্থান তল্লাশি এবং জিনিসপত্র জব্দ করা।

v) সংগৃহীত বিষয়বস্তুর উপর কোনও মামলা রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে মতামত গঠন করা, অভিযুক্তকে বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা এবং যদি তা হয় তবে, ফৌজদারি কার্যবিধি - এর ধারা ১৭৩ এর অধীনে চার্জশিট দাখিল করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

২১. যদি কোনও পর্যায়ে প্রকৃত অভিযোগকারী তার অভিযোগের প্রাথমিক বিবৃতি থেকে সরে আসে, তাহলে প্রকৃত অভিযোগকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। তবে তদন্তটি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য উপাদান প্রকাশ করে, তবে এই ধরনের তদন্তকে ফৌজদারি কার্যবিধি - এর ধারা ৪৮২ প্রয়োগ করে দমন করা যাবে না।

২২. শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বিদ্বান আইনজীবী মূলত তাঁর যুক্তি পেশ করেন যে, ২০২২ সালের নরেন্দ্রপুর থানা মামলা প্রতিষ্ঠার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং আরও কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক ঘুষ হিসাবে ২ কোটি টাকা দাবি করেন এবং তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, যদি এই অর্থ হাওয়ালায় দেওয়া হয়, তা হলে তাঁরা নরেন্দ্রপুর পি. এস মামলার পরবর্তী তদন্ত এবং তার ফলস্বরূপ বিচার থেকে মুক্তি পাবেন।

২৩. এই প্রসঙ্গে শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, আবেদনকারীরা ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। উক্ত অভিযোগটি তদন্তের জন্য সি. বি. আই-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং যদি সি. বি. আই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপাদান খুঁজে পায়, তবে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এর জন্য, তাত্ক্ষণিক মামলাটি এই পর্যায় পর্যন্ত তদন্তে বাতিল করা যাবে না এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের সমর্থনে উপকরণ প্রকাশ করে।

২৪. এখন পর্যন্ত, তদন্তের সময়, তদন্তকারী কর্মকর্তা ছয়টি পরীক্ষা করেছেন সাক্ষীরা। এটি প্রমাণের স্মারকলিপিতে উপাদান থেকে প্রকাশ করা হয়

CRR 2886/2022 এর আবেদনকারী অরুণাভ অধিকারী বর্ণনা করেছেন যে তার পরিবার উত্তরপূর্ব, ফারতাবাদ, ৪৮৪ নম্বর সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ৩এ-তে বাস করে। প্রাথমিকভাবে, ২৮শে মে, ২০২২ তারিখে তিনি পুলিশের কাছে লিখিতভাবে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তার ঠিকানা, ই-মেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি হ্যাক করেছে এবং উক্ত ঠিকানাটি ভুলভাবে কোম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে কিছু নথি জাল করে বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। রেকর্ডে আছে যে এফআইআর দায়ের করার মাত্র চার দিন পরে তিনি তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার সামনে একটি বিবৃতি দেন যিনি তার বক্তব্য রেকর্ড এবং ভিডিওগ্রাফ করেছিলেন, তিনি তার বন্ধু গৌরব সেহগলের অনুরোধে বোনাঞ্জার পরিচালকদের তার ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি তাদের ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মিঃ গাঙ্গুলি দাখিল করেছেন যে অরুণাভ অধিকারী মামলার তথাকথিত শিকার নন। তদন্তের সময় ভুক্তভোগী হলেন সুরজিৎ রায় চৌধুরী, যার নাম উঠে আসে। উক্ত সুরজিৎ রায় চৌধুরী হলেন প্রশ্নবিদ্ধ ফ্ল্যাটের মালিক যেখানে অরুণাভ অধিকারী ভাড়াটে হিসেবে থাকেন। মিঃ গাঙ্গুলি দাখিল করেছেন যে সুরোজিৎ রায় চৌধুরী কর্তৃক জারি করা একটি সম্মতিপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জাল করেছিলেন এবং এটি রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ (ROC)-এর সাথে বোনানজার ব্যবসায়িক ঠিকানা রেকর্ড করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

২৫. শ্রী গাঙ্গুলি আরও জমা দিয়েছেন যে সংস্থার নিবন্ধিত ঠিকানায় কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। শ্রী গাঙ্গুলি আরও জমা দিয়েছেন যে তদন্তের সময় এটি প্রকাশিত হয়েছে যে বোনাঞ্জার ডিরেক্টর এবং তাদের হিসাবরক্ষকও সাধারণ সম্পর্কে জাল নথি তৈরি করেছেন। সংস্থার সভা, নিবন্ধিত অফিসে কথিতভাবে পরিচালিত

আরওসি ফর্ম ২২-এ আরওসি-কে প্রতারিত করার জন্য পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাছে একই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সংস্থার ভৌগলিক অবস্থান পরিচালকদের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিসবনে সানি ভ্যালিতে অবস্থিত বলে দেখানো হয়েছে। সংস্থার মূলধন লাফিয়ে লাফিয়ে ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা করা হয়েছে। বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম রয়েছে এবং এটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বোনাঞ্জা একটি শেল সংস্থা যা কিছু অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা অনিয়মের মাধ্যমে তার পরিচালকদের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ অপসারণের জন্য একটি সরঞ্জাম ব্যবহার করে। এটি মিঃ দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে। শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে আবেদনকারী নং ২ জিতেন্দ্র নাওলানি তদন্তকারী সংস্থাকে সহায়তা করছেন না যার জন্য তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ তাদের এবং সংস্থার বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ বের করার মতো অবস্থানে নেই।

২৬. শ্রী গাঙ্গুলি দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী নং ২, সিআরআর ৩৬২৯, ২০২২, সিআইডির পরিদর্শক রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছিলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মামলার তদন্ত থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে যে প্রশ্নটি বিচার করা প্রয়োজন তা হল, একজন পুলিশ অফিসারের কথিত অসদাচরণের কারণে কি ব্যাপক আর্থিক প্রভাব রয়েছে এমন একটি মামলার তদন্ত বন্ধ করা উচিত। তদন্তের সময়, আরওসি থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে অরুণাভ অধিকারীর আবাসিক ফ্ল্যাটের ঠিকানা ব্যবহারের জন্য অনাপত্তিপত্র সুরজিত রায় চৌধুরী জারি করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সুরজিত রায় চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি আবেদনকারীর পক্ষে সার্টিফিকেট জারি করেছেন এবং নভলানির কাছ থেকে মূল নথি উদ্ধার করা হয়নি। অতএব, হেফাজতে তদন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২৭. শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেন যে, ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ১৫৬ ধারা একজন পুলিশ অফিসারকে যে কোনও আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত করার ক্ষমতা দেয় এবং ১৫৭ ধারা ১৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি -এর অধীনে তদন্তের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

"১৫৭ - তদন্তের জন্য পদ্ধতি-

১. যদি, প্রাপ্ত তথ্য থেকে বা অন্যথায়, কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যদি ধারা ১৫৬ এর অধীনে তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হয়, তাহলে তিনি অবিলম্বে পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে উক্ত অপরাধের বিচারের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন পাঠাবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার অধস্তন কর্মকর্তাদের একজনকে, যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদমর্যাদার নীচে নন,, ঘটনাস্থলে গিয়ে মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি তদন্ত করতে এবং প্রয়োজনে অপরাধীকে আবিষ্কার ও গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নিতে নিযুক্ত করবেন।

কোন আমলযোগ্য অপরাধের তদন্তের সময় গ্রেফতারের আগে ধারা ১৫৭ এবং ধারা ৪১(১)(ক) -এ উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তের সময় পুলিশ অফিসারের অবশ্যই আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ করার কারণ থাকতে হবে এবং যদি সন্দেহ করার উপযুক্ত কারণ থাকে যে কোনও ব্যক্তি আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনে জড়িত, তাহলে পুলিশ অফিসার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২৮. রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা ভুয়া নথি ব্যবহার, কলকাতায় একটি কোম্পানি নিবন্ধন, সন্দেহজনকভাবে কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম উন্মোচন করেছেন, যদিও কলকাতা বা তার আশেপাশে উক্ত কোম্পানির কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং আবেদনকারীরা উপরোক্ত মামলার সাথে জড়িত থাকার কারণে গ্রেপ্তার এড়াতে তীব্র চেষ্টা করেছিলেন। অতএব, বিজ্ঞ বিশেষ

পাবলিক প্রসিকিউটর জমা দিয়েছেন যে এই পর্যায়ে ২০২২ সালের সিআরআর ৩৬২৯-এর আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত বাতিল করা অনুচিত হবে।

২৯. তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী গাঙ্গুলি **২০০১ (৭) এস. সি. সি ৬৫৯-এ এস. এম দত্ত বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্যরা** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এই রায়ে, সুপ্রিম কোর্ট ***হরিয়ানা* রাজ্য বনাম ভজন লালের** ১০৩ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণের সাথে তার সম্মতি নথিভুক্ত করেছে।

"১০৩. আমরা এই মর্মে সতর্কীকরণও দিচ্ছি যে, 'কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা অত্যন্ত সংযতভাবে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত এবং তাও 'বিরলতম ক্ষেত্রে' ; আদালত এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা বা 'সত্যতা বা অন্যথা' সম্পর্কে তদন্ত শুরু করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে না এবং অসাধারণ বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আদালতকে তার ইচ্ছা বা ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না।

৩০. উপরের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এস. এম. দত্ত (উপরে উল্লিখিত)-তে বলেছে যে তদন্তের সময়, এফআইআর-এর বক্তব্যের সত্যতা সম্ভবত খতিয়ে দেখা যাবে না এবং নথিটি সম্পূর্ণভাবে পড়তে হবে যাতে এর নির্মাতার অভিপ্রায় অনুধাবন করা যায়। এটি এমন কোনও নথি নয় যার জন্য নির্ভুলতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় না বা এটি এমন কোনও নথি নয় যার জন্য গাণিতিক নির্ভুলতা এবং সূক্ষ্মতার প্রয়োজন হয় না, তবে এটি কোনও অপরাধকে বিস্তৃতভাবে যোগাযোগ করতে বা নির্দেশ করতে এবং প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং উক্ত পরীক্ষাটি সন্তুষ্ট হলে, অভিযোগ বাতিল সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

৩১. শ্রী গাঙ্গুলি ২০২১ সালের এস. সি. সি অনলাইন লাইন ৩৬৫-এ রিপোর্ট করা **নিহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা** কথাও উল্লেখ করেছেন এবং আমাকে উক্ত রায়ের ৮০ অনুচ্ছেদে নিয়ে গেছেন। নীহারিকায় বর্ণিত নিম্নলিখিত বিষয়টি নীচে লিপিবদ্ধ করা হয়েছেঃ-

" i) একটি আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত করার জন্য কোডের চতুর্দশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে পুলিশের বিধিবদ্ধ অধিকার এবং কর্তব্য রয়েছে;

ii) আদালত আমলযোগ্য অপরাধের কোনও তদন্তকে ব্যর্থ করবে না;

ili) শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে কোনও আমলযোগ্য অপরাধ বা কোনও ধরনের অপরাধ প্রকাশ করা হয় না যে আদালত তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না;

iv) বাতিল করার ক্ষমতা সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, যেমনটি দেখা গেছে, 'বিরলতম ক্ষেত্রে (মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে গঠনের সাথে বিভ্রান্ত হবেন না)।

vi) একটি এফআইআর/অভিযোগ পরীক্ষা করার সময়, যার বাতিলকরণ চাওয়া হয়, আদালত এফআইআর/অভিযোগে করা অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা বা সত্যতা বা অন্যথায় তদন্ত শুরু করতে পারে না;

vii) প্রাথমিক পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত নয়; ভিলি) অভিযোগ/এফআইআর বাতিল করা সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে ব্যতিক্রম হওয়া উচিত;

ix) সাধারণত, আদালতগুলিকে পুলিশের এখতিয়ার দখল করতে নিষেধ করা হয়, কারণ রাষ্ট্রের দুটি অঙ্গ দুটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করে এবং একটির অন্য ক্ষেত্র অতিক্রম করা উচিত নয়;

ix) বিচার বিভাগ এবং পুলিশের কাজগুলি পরিপূরক, ওভারল্যাপিং নয়;

x) ব্যতিক্রমী মামলাগুলি ছাড়া যেখানে হস্তক্ষেপ না করার ফলে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটবে, আদালত এবং বিচারিক প্রক্রিয়া অপরাধের তদন্তের পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়;

xi) আদালতের অসাধারণ এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আদালতকে তার ইচ্ছা বা কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না;

xii) প্রথম তথ্য প্রতিবেদন কোনও বিশ্বকোষ নয় যা অবশ্যই অপরাধ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। অতএব, যখন পুলিশের তদন্ত চলছে, তখন আদালতকে এফআইআর-এর অভিযোগের গুণাগুণের দিকে যেতে হবে না। পুলিশকে অবশ্যই তদন্ত শেষ করার অনুমতি দিতে হবে। অভিযোগ/এফআইআর তদন্তের যোগ্য নয় বা এটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য এই অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা অপরিণত হবে। তদন্তের পরে, যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা খুঁজে পান যে অভিযোগকারীর আবেদনে কোনও সারবত্তা নেই, তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি যথাযথ প্রতিবেদন/সংক্ষিপ্তসার দাখিল করতে পারেন যা জ্ঞাত পদ্ধতি অনুসারে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে;

xiii) ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির -এর অধীনে ক্ষমতা খুব বিস্তৃত, তবে বিস্তৃত **ক্ষমতা প্রদানের জন্য আদালতকে আরও সতর্ক হতে হবে। এটি আদালতের উপর একটি কঠোর এবং আরও পরিশ্রমী দায়িত্ব ফেলে;**

xiv) যাইহোক, একই সময়ে, আদালত, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, বাতিলকরণের মাপকাঠি এবং আইন দ্বারা আরোপিত আত্মসংযমকে বিবেচনা করে, বিশেষ করে আর. পি. কাপুর (উপরে) এবং ভজন লাল (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মাপকাঠিগুলি, এফআইআর/অভিযোগ বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে;

xv) অভিযুক্ত অভিযুক্ত এবং আদালত যখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এফআইআর বাতিল করার জন্য আবেদন করে, তখন শুধুমাত্র বিবেচনা করতে হয় যে এফআইআর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধের প্রকাশ করে কিনা। আদালতকে -এর গুণাগুণ বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই।

অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ তৈরি করে এবং আদালতকে তদন্তকারী সংস্থা/পুলিশকে এফআইআর-এর অভিযোগগুলি তদন্ত করার অনুমতি দিতে হবে;

xvi) উপরোক্ত পরামিতিগুলি প্রযোজ্য হবে এবং/অথবা ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৪৮২ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে এবং/অথবা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি বাতিলকরণ পিটিশনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করার সময় উচ্চ আদালত কর্তৃক উপরোক্ত দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে, বাতিলকরণ পিটিশনের বিচারাধীনতার সময় তদন্তের স্থগিতাদেশের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সতর্কতার সাথে পাস করা যেতে পারে। এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ নিয়মিত, আকস্মিকভাবে এবং/অথবা যান্ত্রিকভাবে পাস করার প্রয়োজন হবে না। সাধারণত, যখন তদন্ত চলছে এবং তথ্যগুলি অস্পষ্ট থাকে এবং পুরো প্রমাণ/উপাদান হাইকোর্টের সামনে না থাকে, তখন হাইকোর্টকে গ্রেপ্তার না করার বা "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার" অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অভিযুক্তকে ৪৩৮ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে আগাম জামিনের জন্য উপযুক্ত আদালতে আবেদন করতে হবে। হাইকোর্ট তদন্ত চলাকালীন বা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং/অথবা ১৭৩ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন/চার্জশিট দাখিল না করা পর্যন্ত গ্রেপ্তার না করার এবং/অথবা "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার" আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে না। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ সিআর. ফৌজদারি কার্যবিধির এবং/অথবা ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বাতিলকরণ আবেদন খারিজ/নিষ্পত্তি করার সময়।

XVil) এমনকি যে ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত প্রাথমিকভাবে মতামত দেয় যে আরও তদন্তের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্য একটি ব্যতিক্রমী মামলা তৈরি করা হয়েছে, সেখানে উপরের উল্লিখিত ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির এবং/অথবা অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় বিস্তৃত পরামিতিগুলি বিবেচনা করার পরে, উচ্চ আদালতকে কেন এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং/অথবা পাস করা প্রয়োজন তার সংক্ষিপ্ত কারণ দিতে হবে যাতে এটি আদালত কর্তৃক মনের প্রয়োগ প্রদর্শন করতে পারে এবং উচ্চতর ফোরাম বিবেচনা করতে পারে যে এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করার সময় হাইকোর্টের সাথে কী বিবেচনা করা হয়েছিল।

xviii) যখনই হাইকোর্ট দ্বারা পূর্বোক্ত পরামিতিগুলির মধ্যে "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না" বলে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা হয়, তখন হাইকোর্টকে অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে যে "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না" এর অর্থ কী কারণ "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না" শব্দটিকে খুব অস্পষ্ট এবং/অথবা বিস্তৃত **বলা যেতে পারে যা ভুল বোঝাবুঝি এবং/অথবা ভুল প্রয়োগ করা যেতে পারে।**

একই প্রসঙ্গে শ্রী গাঙ্গুলি কর্ণাটক রাজ্যের একটি সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেছেন **কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম পাস্তোর পি.রাজু** -এর **৬ এস. সি. সি ৭২৮ এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা বনাম বি. আর বাজাজ এবং অন্যান্যরাএর রিপোর্ট (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ২৭৭।**

৩২. ২০২২ সালের সিআরআর ২৮৮৬-এর আবেদনকারী অরুণাভ অধিকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে প্রকাশিত তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে, কেউ, হয় বোনানজা এবং এর পরিচালকরা অথবা সিআইডি, ডব্লিউ.বি-তে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করছেন। আবেদনকারীকে এই ধরণের বিদ্বেষপূর্ণ কাজে জড়িত করা হয়েছে। বিজ্ঞ বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরের দাখিল থেকে, প্রতারণা, জালিয়াতি, মিথ্যা নথি ব্যবহার এবং মূল্যবান নিরাপত্তা হিসাবে মিথ্যা নথি তৈরি ইত্যাদির কোনও অভিযোগ অরুণাভ অধিকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়নি। তবে মামলার পুরো তদন্ত থেকে অন্তত এটি প্রমাণিত হয়েছে যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ নরেন্দ্রপুর মামলাটি প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বোনানজার পরিচালকদের জড়িত করার জন্য নিরলসভাবে বিবেচনা করছিল। তারা প্রথমে রানীগঞ্জ থানার মধ্যে কোনও স্থানে অর্থ উদ্ধারের সাথে বোনানজা ট্যাগযুক্ত করতে চেয়েছিল। যখন তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন রাণীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আসানসোলের বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে একটি তল্লাশি পরোয়ানা পান। উক্ত তল্লাশি পরোয়ানার ভিত্তিতে ফ্ল্যাট নং 3A

সানি ভ্যালিতে তল্লাশি চালানো হয়, যদিও বোনানজার ব্যবসার ঠিকানা রেকর্ড করা হয়েছিল সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ১এ-তে। অরুণাভ অধিকারীর কাছ থেকে তার মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, একটি ল্যাপটপ এবং দুটি বহিরাগত হার্ডডিস্ক পুলিশ জব্দ করে। অরুণাভকে বোনানজার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয় যার ভিত্তিতে নরেন্দ্রপুর থানা-পুলিশ ৫৭৩/২০২২ নথিভুক্ত করা হয়। তল্লাশি ও জব্দের সময় পুলিশ কর্মকর্তাদের দল বলে যে তারা অর্থ পাচারের তদন্ত করছে। তবে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের অধীনে তাদের অর্থ পাচারের কোনও মামলা তদন্ত করার ক্ষমতা নেই। নির্দোষ ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি এবং পুলিশের কিছু জিনিসপত্র জব্দ আবেদনকারীকে আতঙ্কিত করার জন্য যথেষ্ট। তাই তিনি চার দিনের মধ্যে অবিলম্বে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগে দেওয়া তার পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে প্রত্যাহার করে নেন এবং ৪ঠা আগস্ট, ২০২২ তারিখে আবারও একটি হলফনামায় উল্লেখ করেন যে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, তার বন্ধু গৌরব সেহগলের অনুরোধে তিনি বোনানজাকে তার আবাসিক ঠিকানা কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দেন। অরুণাভ অধিকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে তিনি তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনী আবেদন করেছেন এই আশায় যে তার বিরুদ্ধে আরও মামলা করা যেতে পারে। অতএব, তাকে এই বিদ্বেষপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

৩৩. অরুণাভ আধিকারিকের আইনজীবী আরও বলেন যে, রানীগঞ্জ পি. এস. জি. ডি এন্ট্রি নং ৬৮১ তারিখ ১১.০৫.২০২২-এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তবে, আজ অবধি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে বাজেয়াপ্ত অর্থ আবেদনকারীর ছিল বা তিনি কিছু অবৈধ কাজের জন্য অন্য কোনও জায়গায় অর্থ স্থানান্তর করছিল।

অতএব তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি এবং ২৮শে মে, ২০২২ তারিখে করা প্রাথমিক অভিযোগ থেকে তাঁর প্রত্যাহার গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উক্ত অভিযোগটি বাতিল করা যেতে পারে।

৩৪. পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বিস্তারিত শোনার পর এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত উপকরণ এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের উদ্‌ধৃত সিদ্ধান্তের যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করার পর, আমি প্রথমেই বলতে চাই যে বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড ছিল কলকাতা ভিত্তিক একটি কোম্পানি যা প্রায় দশ বছর আগে জনৈক সঞ্জীব পাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিলীপ সাহার নামে ডিআইএন নম্বর পাওয়ার পর, সঞ্জীব পাল কর্তৃক তাকে পরিচালক পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে তিনি এই ধরনের কোম্পানি তৈরি করতেন এবং ৭,০০০ টাকায় সেগুলো বিক্রি করতেন। বর্তমানে আবেদনকারীরা কোম্পানির পরিচালক। সঞ্জীব পালের জ্ঞানে রয়েছে যে উক্ত কোম্পানির পরিচালকরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একই জিনিস ব্যবহার করছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে Cr.P.C.-এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে রেকর্ড করা তার জবানবন্দিতে, উক্ত সঞ্জীব পাল ২০২২ সালের CRR ৩৬২৯-এর পরিচালক/আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি। Cr.P.C.-এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে তার জবানবন্দি থেকে জানা যায় যে, উক্ত কোম্পানিটি ২০০৯ সালে গঠিত হয়েছিল। সঞ্জীব পাল ছাড়াও, তদন্তকারী কর্মকর্তা একজন সুরজিত রায় চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যিনি নরেন্দ্রপুর থানা-এর ৪৮৪ উত্তরপূর্ব ফর্তাবাদে সানি ভ্যালির ১এ ফ্ল্যাটের মালিক। অরুণাভ অধিকারী উক্ত ফ্ল্যাটে ভাড়াটে হিসেবে থাকেন। তিনি মাসিক ১৪,০০০ টাকা ভাড়া নেন এবং সুরজিত রায় চৌধুরীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেন।

৩৫. এই মামলার তদন্তকারী আধিকারিক আরওসি-র কার্যালয় থেকে যে নথিগুলি সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে জিতেন্দ্র ও ভূমিকা নভলানি ২০১৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে আরওসি-তে পরিচালক হিসাবে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা ৮ই মার্চ, ২০২২-এ তাঁদের বার্ষিক রিটার্ন এবং ব্যালেন্সশিট লেজারও দাখিল করেন। নিঃসন্দেহে, সংস্থার কোনও অস্তিত্ব নেই।

৩৬. এখন, এই মামলার মূল কথা হল সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ১এ-এর মালিক সুরজিৎ রায় চৌধুরীর স্বাক্ষরিত একটি চিঠি তৈরি করা, যেখানে আবেদনকারী নং ১ এবং ২-কে কলকাতায় বোনানজার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে অরুণ অধিকারীর আবাসিক ঠিকানা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক বছর চার মাস ধরে তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী সংস্থাটি উক্ত চিঠিটি তৈরিকারী ব্যক্তির নাম নিশ্চিত করতে পারেনি। বিপরীতে, অরুণ অধিকারীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে গৌরব সেঘালের অনুরোধে তিনি বোনানজাকে তার আবাসিক ঠিকানাকে বোনানজার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং, অরুণ অধিকারীর ঠিকানাকে কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য বোনানজার পরিচালকদের কাছে কে অনাপত্তিপত্র হস্তান্তর করেছিলেন তা আজ পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। অরুণ অধিকারী হলেন ফ্ল্যাট নং ১এ-এর প্রকৃত ভাড়াটে। তার ২রা জুন, ২০২২ তারিখের বিবৃতি এবং ৪রা আগস্ট, ২০২২ তারিখের হলফনামা থেকে জানা যায় যে, গৌরব সেহগলের অনুরোধে তিনি বোনানজার পরিচালককে তার আবাসিক ঠিকানাটি উক্ত কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে তার বক্তব্যটি তদন্তকারী কর্মকর্তা ভিডিও করেছিলেন। তবে, এই মামলার শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষ কোনও ভিডিওগ্রাফ তৈরি করেনি। এটি

বলা বাহুল্য যে, প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে কোনও ব্যক্তিকে প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে প্রতারিত করার প্রমাণ উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক; দ্বিতীয়ত, এই ধরনের প্রতারণা ছিল কোনও ব্যক্তিকে কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে প্ররোচিত করা, বা তৃতীয়ত, কোনও ব্যক্তি কোনও সম্পত্তি ধরে রাখবে বলে সম্মতি দেওয়া, বা চতুর্থত, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বা বাদ দিতে প্ররোচিত করা যা সে করবে না বা বাদ দেবে না যদি সে প্রতারিত না হয় সেই ব্যক্তির শরীর, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা ক্ষতি করতে। তাৎক্ষণিক মামলায় এমন কোনও প্রমাণ নেই যে অরুণভা অধিকারী, যিনি আবেদনকারীদের তাঁর আবাসিক ঠিকানাটি তাদের কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন এবং এই ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে অরুণভা অধিকারীকে তার আবাসিক ঠিকানাটি কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সম্মতি দিতে প্ররোচিত করেছিলেন।

৩৭. তদন্তকারী সংস্থা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭/৪১৯/৪২০ ধারার অধীনে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩৮. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮ ৪৭১-এর অধীনে ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ধারা ১৭৩-এর অধীনে পুলিশ রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য তদন্তকারী আধিকারিকের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা একেবারেই প্রয়োজন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মিথ্যা নথি তৈরি করেছেন, অর্থাৎ, সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ১ক -এর মালিক সুরজিৎ রায় চৌধুরি স্বাক্ষর করেছেন বলে অভিযোগ করা এনওসি। এই ক্ষেত্রে, এই আদালতের অপরাধ আইন থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি রেকর্ড করতে পছন্দ করে। **রতন লাল এবং ধীরজ লাল, ২৫তম সংস্করণ পৃষ্ঠায় নং ২৩১০ :-**

"জালিয়াতির অপরাধ গঠনের জন্য 'মিথ্যা দলিল' তৈরি করাই যথেষ্ট। 'মিথ্যা দলিল' তৈরির অর্থ কী তা ৪৬৪ ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি 'মিথ্যা দলিল' তৈরি করে সে জালিয়াতি করে। যে ব্যক্তি 'জালিয়াতি দলিলের লেখক নয়' তাকে জালিয়াতির মূল অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত করা যাবে না। যদি সে 'মিথ্যা দলিল' তৈরি করতে বাধ্য করে থাকে তবে তাকে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে। জালিয়াতির অভিযোগ এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না যিনি জালিয়াতি দলিলের লেখক নন বা যিনি জালিয়াতি নোটে স্বাক্ষর করেন না। সুতরাং অন্যের কোনও চেকে কেবল বডি রাইটিং জাল করার ফলে এটি কাউকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ হয় না। প্রসিকিউশনকে এটিও প্রমাণ করতে হবে যে এতে স্বাক্ষরগুলি অভিযুক্ত নিজেই করেছিলেন।"

শুধুমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৪ ধারায় উল্লিখিত তিনটি পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত এই ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতেই এটি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে যে কোনও ব্যক্তিকে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে বলে বলা হয়, যদি তিনি-

i) প্রতারণামূলকভাবে কোনও নথি বা কোনও নথির অংশ তৈরি করে, স্বাক্ষর করে, সীলমোহর দেয় বা কার্যকর করে বা কোনও নথির কার্যকরকরণকে বোঝায় এমন কোনও চিহ্ন তৈরি করে; এবং

ii) উপরের বিষয়টি কি বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে এই ধরনের নথি বা নথির অংশ স্বাক্ষরিত, সিল করা বা কার্যকর করা হয়েছিল;

iii) এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা বা তাঁর কর্তৃত্ব দ্বারা যার দ্বারা বা যার কর্তৃত্ব দ্বারা এটি তৈরি, স্বাক্ষরিত, সিল করা বা কার্যকর করা হয়েছিল, বা

iv) যে সময়ে তিনি জানেন যে এটি তৈরি করা হয়নি, স্বাক্ষরিত, সিল করা বা কার্যকর করা হয়েছে।

৩৯. তাৎক্ষণিক মামলায়, তদন্তে জানা গেছে যে অরুণাভ অধিকারী কোম্পানির আবাসিক ঠিকানা হিসেবে তার আবাসিক ঠিকানা ব্যবহার করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি একটি চিঠি এবং বিদ্যুৎ বিলও জমা দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন

আরওসি-র কার্যালয়, তাঁর বন্ধু গৌরব সেহগাল এবং আবেদনকারী/অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে তাঁর বন্ধু গৌরব সেহগালের কাছ থেকে ফ্ল্যাট নং ১ক -এর উল্লিখিত চিঠি এবং বিদ্যুতের বিল পেয়েছিলেন। সুতরাং, যদি জালিয়াতি করা হয়, এবং জাল নথিটি আরওসি-র অফিসে আসল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে এটি আবেদনকারীদের দ্বারা করা হয় না বা আবেদনকারীদের জ্ঞানের মধ্যে ছিল না যে এই এনওসি জাল ছিল। এটি হয় অরুণাভ অধিকারী বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থা এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রমাণের মেমো থেকে জানা যায় যে তদন্তকারী সংস্থার মতে, কলকাতায় বোনাজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড গঠনের বিষয়ে কিছু সন্দেহজনক পরিস্থিতি রয়েছে। সন্দেহজনক পরিস্থিতি নিম্নরূপঃ -

i) সন্দেহ করা হচ্ছে যে এই সমস্ত অত্যন্ত সন্দেহজনক অনিয়ম কোম্পানির পরিচালকদের দ্বারা কিছু গোপন কার্যকলাপ গোপন করার জন্য করা হয়েছে এবং এটি এমনকি একটি রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হতে পারে/অথবা বৃহত্তর জনসাধারণকে বিপন্ন করতে পারে এবং তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা দরকার।

ii) এই ভুয়ো কোম্পানির অবস্থান পশ্চিমবঙ্গে। পরিচালকরা মুম্বইয়ের। আন্তর্জাতিক সীমান্তের রাজ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গকে ২০১৩ সাল থেকে এই ভুয়ো সংস্থা চালানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এবং এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা দরকার। এই পর্যায়ে আমরা মানব পাচার/নার্কো পাচার বা অন্য কোনও দেশবিরোধী কার্যকলাপে এই সংস্থার জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না। অতএব, লেনদেনের সমস্ত নথি তদন্ত করে নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। উৎস অ্যাকাউন্টগুলির ট্রায়াল যা থেকে তহবিল

প্রবাহিত এবং প্রবাহিত আউট এবং প্রকৃত উৎস খুঁজে তহবিল, সুবিধাভোগী এবং উদ্দেশ্য কিছু বাতিল করা.

iii) এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আরওসি পোর্টালে যে কোম্পানির "ভু অবস্থান" দেখানো হয়েছে তা আমেরিকা থেকে যেখানে সংস্থার অবস্থান কলকাতায়। কী উদ্দেশ্যে জাল অবস্থান ব্যবহার করা হয়েছে তা তদন্ত করা প্রয়োজন। অভিযুক্ত ব্যক্তির সংস্থার বিশাল লেনদেনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শিট কোন উদ্দেশ্য ব্যবহার করা যেতে পারে তা কোথা থেকে জমা করা হয়েছে তাও তদন্ত করা প্রয়োজন।

iv) কোম্পানির মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ হস্তান্তর করা হয় তা দেশবিরোধী কার্যকলাপ, মাদকদ্রব্য, চোরাচালান কার্যকলাপ এবং মানব পাচার, আসক্তির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা তদন্ত করা প্রয়োজন।

v) এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড একটি জাল সংস্থা, জাল সত্তা থাকা সত্ত্বেও, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইন্ডিয়া বুল কমার্শিয়াল ক্রেডিট লিমিটেড থেকে একটি এনবিএফসি থেকে ৪৫ কোটি টাকা ঋণ পেতে সফল হয়েছে। উক্ত কোম্পানির নামে কোম্পানি।

৪০. এই সমস্ত তথাকথিত সন্দেহজনক পরিস্থিতি মেমোতে উপস্থিত প্রমাণের মান ভালো নয় কারণ -এর দৃষ্টিভঙ্গি তাৎক্ষণিক মামলার তদন্ত হল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কিনা। একটি এনওসি জাল করেছে এবং উক্ত জাল নথিটি আরওসি-র সাথে আসল হিসাবে ব্যবহার করেছে। কলকাতায় তাদের ব্যবসায়িক ঠিকানা ভুলভাবে নথিভুক্ত করে। তদন্তকারী সংস্থা আজ অবধি কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মিথ্যা নথি তৈরি করেছে বা তারা মিথ্যা নথিটি করেছে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তৈরি। ফ্ল্যাটের দখলকারী হলেন অরুণাভ অধিকারী বলেছেন যে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিকানা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন

অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, বোনাঞ্জার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে তার ফ্ল্যাটকে রাখা হয়েছে। অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড মূলত মুম্বাই থেকে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে। উক্ত কোম্পানিটি কেনার জন্য, কলকাতায় একটি ঠিকানা দিতে হয়েছিল। তাই অভিযুক্তরা তাদের শৈশবের বন্ধু গৌরব সেহগলকে অনুরোধ করেছিল যে, আপাতত কলকাতায় বোনাঞ্জার ব্যবসা হিসেবে দেখানোর জন্য একটি উপযুক্ত ঠিকানা সংগ্রহ করতে। গৌরব সেহগল অরুণাভ অধিকারীর আবাসিক ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী অভিযুক্তদের উক্ত ঠিকানা ব্যবহার করার জন্য সম্মতি দেওয়া হয়েছিল।

৪১. আবেদনকারীরা মুম্বাইয়ে 'বোনাঞ্জা' কোম্পানি চালাচ্ছে কি না, তা তদন্ত করার প্রয়োজন খুঁজে পায়নি তদন্তকারী সংস্থা।

৪২. ভজনলাল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই এবং যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়, সেখানে এফআইআর এবং ফলস্বরূপ তদন্ত বাতিল করা উচিত।

৪৩. এই মামলায় তদন্তকারী সংস্থার শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ১১ই মে, ২০২২ তারিখে থানা বল্লভপুরে অভিযুক্তদের কাছ থেকে কিছু কথিত দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছিল

রানীগঞ্জ। যখন উক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন অরুণাভ অধিকারীকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য আনা হয়। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকিতে, এটি রেকর্ড করা হয় যে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী অভিযোগে তার বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন। তদন্তকারী সংস্থা সন্দেহ করেছিল যে উক্ত সংস্থাটি আইপিসির অধীনে মানবপাচার, মাদকদ্রব্য এবং অন্যান্য তফসিল অপরাধের আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে জড়িত থাকতে পারে। তবে এই মামলার তদন্তের পরিধি এটি নয়। তদন্তটি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত ফ্ল্যাট নং ১এ-এর ক্ষেত্রে অনাপত্তি সনদের নির্মাতাকে খুঁজে বের করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তদন্তকারী সংস্থা আজ পর্যন্ত কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ফৌজদারি মামলায় যুক্ত করার পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টাকে ধরা যেতে পারে।

৪৪. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালতের বিবেচনাধীন মতামত হলো, নরেন্দ্রপুর থানা মামলা নং ৫৭৩, ২০২২-৪১৭/৪১৯/৪২০/১২০বি/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারার অধীনে দায়ের করা এফআইআর এবং আরও তদন্ত বাতিলযোগ্য।

৪৫. সেই অনুযায়ী, পুনর্বিবেচনার আবেদনটি প্রতিযোগিতার জন্য অনুমোদিত। নরেন্দ্রপুর থানা মামলা নং ৫৭৩, ২০২২ ধারা ৪১৭ / ৪১৯ / ৪২০ /১২০বি / ৪৬৫ /৪৬৭ / ৪৬৮ / ৪৭১ এর অধীনে দায়ের করা এফআইআর এবং তৎপরবর্তী তদন্ত বাতিল করা হল।

৪৬. সংশোধনী নিষ্পত্তির সাথে সাথে, সংযুক্ত আবেদনগুলিও নিষ্পত্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal